মরিচের দামে হতাশ গাংনীর চাষিরা, উঠছে না শ্রমিক খরচ

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরের গাংনীতে অর্থকরী ফসল হিসেবে মরিচের বেশ পরিচিতি রয়েছে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় অল্প সময়ে বেশি লাভের আশায় প্রতিবছরই এ অঞ্চলে মরিচ চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। মরিচ চাষ করে অনেক কৃষক স্বাবলম্বীও হয়েছেন। চলতি মৌসুমে উপজেলায় মরিচের আবাদও বেড়েছে। তবে ফলন ভালো হলেও বাজারে দাম না থাকায় হতাশ হয়ে পড়েছেন চাষিরা।

এক মাস আগেও প্রতি কেজি মরিচ ১০০ টাকায় বিক্রি হলেও বর্তমানে তা নেমে এসেছে ১০ থেকে ১২ টাকায়। গত দুই মাস ধরে ১০ থেকে ১৫ টাকার মধ্যেই ওঠানামা করছে মরিচের দাম। এতে উৎপাদন খরচ তো দূরের কথা, মরিচ তোলার শ্রমিক খরচও উঠছে না বলে জানিয়েছেন কৃষকেরা।

উপজেলার কয়েকজন মরিচচাষির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অন্যান্য ফসলের তুলনায় মরিচ চাষে অল্প সময়ে বেশি লাভের সুযোগ রয়েছে। চারা রোপণের আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে গাছে মরিচ ধরতে শুরু করে। এরপর দ্রুত ফলন সংগ্রহ করা যায়। অনেক কৃষক মরিচের পাশাপাশি জমিতে সাথি ফসলও আবাদ করেন। তবে এবার বাজারদর এতটা কমে যাবে, তা ভাবতে পারেননি তাঁরা।

কৃষকদের ভাষ্য, প্রতি বিঘা জমিতে মরিচ চাষে খরচ হয় প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং ফলন ভালো হলে অল্প সময়ে অন্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভ করা সম্ভব। মরিচ কিনতে বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকারেরা গাংনীতে আসেন। তাঁরা বাজার কিংবা কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি মরিচ কিনে নিজ নিজ জেলার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করেন।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১ হাজার ৮৩৫ হেক্টর জমিতে মরিচের আবাদ হয়েছে। গত বছর আবাদ হয়েছিল ১ হাজার ৮২৫ হেক্টর জমিতে। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে মরিচের আবাদ বেড়েছে ১০ হেক্টর।

মুন্দা গ্রামের মরিচচাষি ছানোয়ার হোসেন বলেন, বাজারে ২৬ কেজি মরিচ এনেছিলেন। এর মধ্যে হাটের ইজারাদার প্রায় দুই কেজি কেটে নিয়েছেন। প্রতি কেজিতে এক টাকা খাজনা এবং বাজারে আনার জন্য আরও

অনেক কৃষক মরিচগাছ কেটে অন্য ফসল চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন।